দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 18 MAR 1994

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

42

ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠক্রমে জীবনমুখী পরিবর্তনের উদ্যোগ

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

সরকার যেকলে প্রবর্তিত শিক্ষা কারিকুলাম পরিবর্তন করতে যাচ্ছে। আগেও পাঠক্রম পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু এবারের উদ্যোগ সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠক্রম পরিবর্তনের জন্য শিক্ষা সচিব মোঃ এরশাদুল হককে আহ্বায়ক ও এনসিটিবির ডঃ একে চৌধুরীকে সদস্য সচিব করে গঠিত ৮ সদস্যের কমিটি ১৩টি টিম করে কাজ করছে। টিমগুলো ৩০ জুনের মধ্যে রিপোর্ট দেবে। রিপোর্ট পাবার পর কমিটি দ্রুত তাদের সুপারিশ চূড়ান্ত করবে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়।

সূত্র মতে পাঠক্রমের উৎকর্ষসাধন ও সংশোধনের জন্য গঠিত কমিটি এবং ১৩ টিম নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি, কর্ম ও আয়ের সংস্থান এবং ভবিষ্যত শিক্ষার প্রস্তুতির জন্য

(শেষ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

ষষ্ঠ থেকে (প্রথম পাতার পর)

জ্ঞান আহরণ-এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান পাঠক্রমের সামগ্রিক দিক নিয়ে ব্যাপক পর্যালোচনা করছে। এ তিন লক্ষ্য অর্জন করতে হলে পাঠক্রমের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।

সরকার মনে করে দেশে দক্ষ জনশক্তি ও মানব সম্পদ প্রধানত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মাধ্যমেই সৃষ্টি করা সম্ভব। এজন্য শিক্ষার গুণগত মান উন্নত করা দরকার। দরকার জীবনমুখী পাঠক্রম। বর্তমান পাঠক্রম জীবনমুখী নয়। সরকারী কর্মকর্তারা এ ব্যাপারে বাংলাদেশের শিক্ষক সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী সমিতির কর্মকর্তা ও শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন সংগঠন পাঠক্রমকে জীবনমুখী করার জন্য দীর্ঘদিন থেকে দাবি করছে। এ দাবি ও আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক্রম পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে সূত্র জানায়।

সূত্র মতে সরকার ইতোমধ্যেই কৃষি শিক্ষা ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বসহ তা চালু করেছে। বিএ পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে।

এবারকার কারিকুলাম কমিটি শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞ ও আমলাদের নিয়ে গঠন করা হয়নি। ৮ সদস্যের কমিটিতে আছেন সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষক সমিতির সভাপতি, মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির মহাসচিব এবং হাই স্কুলের দু'জন প্রধান শিক্ষক। কমিটি পাঠদানকারী শিক্ষকদের পাঠক্রমনীতি ও পুস্তক তৈরির ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১৩ টিমের প্রতিটিতে আছে ৬ থেকে ১০ সদস্য। এদের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাবিদ, পাঠদানকারী শিক্ষক, অভিভাবক, সরকারী বেসরকারী চাকরিদাতা সংস্থার প্রতিনিধিদের নেয়া হয়েছে। শিক্ষক সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী শিক্ষক সমিতির কর্মকর্তাদেরও বিভিন্ন টিমভুক্ত করা হয়েছে। কমিটি, প্রতিবেশী ও সার্কভুক্ত দেশের পাঠক্রমের সঙ্গে গুণগত সামঞ্জস্য বিধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নিম্নতম পর্যায় থেকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজী চালু করার বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।